ইসলামী তাবলীগ ও বর্তমান তাবলীগ

গ্রন্থনা ও সংকলনেঃ
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশীদ আলম (অবঃ)

গ্রহণযোগ্য দলিলের নিরীখে

ইসলামী তাবলীগ ও বর্তমান তাবলীগ

গ্রন্থনা ও সংকলনে
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশীদ আলম (অবঃ)

সম্পাদনায়
মুফ্‌তি মুহাম্মদ আবদুল আলী কাদেরী

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রকাশনায়
আবতাহী ফাউন্ডেশন প্রকাশনা বিভাগ

গ্রহণযোগ্য দলিলের নিরীখে

ইসলামী তাবলীগ ও বর্তমান তাবলীগ

গ্রন্থনা ও সংকলনে

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশীদ আলম (অবঃ)

সম্পাদনায়

মুফ্তি মুহাম্মদ আবদুল আলী কাদেরী

গ্রন্থ সত্ব : উন্মুক্ত

[যে কেউ যে কারো নামে বইটি হুবহু নিজ দায়িত্বে প্রকাশ করতে পারবেন। লেখক এবং প্রকাশকের পক্ষ থেকে কোন আইনি বাধা থাকবে না।]

প্রকাশকাল

১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৭

প্রকাশনায়

আবতাহী ফাউন্ডেশন প্রকাশনা বিভাগ

কম্পিউটার কম্পোজ

সৈয়দ আমিরুল হক

ডিজাইন

মুহাম্মদ মাহাদী হাসান তুহিন

মোবাইল: ০১৮ ২৫৩৩ ৯৪৯৪

মূদ্রণ

জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস্

২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মোবাইল: ০১৭১১১৭৬৭২৩

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

অলীয়ে কামেল, হাদীয়ে আগা, কুতুবুজ্জামান, আশেকে রাসূল (ﷺ), ঢাকার নিকুঞ্জস্থ (টানপাড়া) মকিমীয়া মোজাদ্দেদীয়া দরবার শরীফের পীর সাহেব কেবলা ও আমার মহান মুরশিদ

শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা শেখ আবদুস সালাম

ফরিদপুরী নকশ্‌বন্দী মোজাদ্দেদী (মাঃ জিঃ আঃ)

এর পবিত্র করকমলে।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বিশিষ্ট্য ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক ও সংগঠক আল্লামা এম.এ. মান্নান-এর

অভিমত

'ইসলামী তাবলীগ' তথা ইসলামের প্রকৃত আদর্শ সুন্নী মতাদর্শের প্রচারণা এক প্রশংসনীয় ও সাওয়াবের কাজ। বর্তমান ফিৎনার যুগে মানুষের কাছে এ মতাদর্শ প্রচারের বিকল্প নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য, ইদানিং অতি সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত পন্থায় এ কাজটি সুন্নী সমাজেও আরম্ভ হয়েছে। এটা সুখের বিষয়।

কিন্তু আরো বেশ কিছু দিন আগে থেকে 'ইলিয়াসী তাবলীগ' পরিকল্পিত পন্থায় ভ্রান্ত ওহাবী মতবাদ প্রচার করে আসছে। বড় বড় ইজতিমা (ওহাবী সমাবেশ)-এর মাধ্যমে তারা ইসলামের প্রচারক হিসেবে নিজেদের পরিচিত করার অশুভ প্রয়াস চালিয়ে আসছে। সুতরাং এ ইলিয়াসী তাবলীগের স্বরূপ উন্মোচন করা এখন সময়ের দাবী। যুগের এ দাবী যথাযথভাবে পূরণ করা গেলে সরল প্রাণ মুসলমানগণ এ ক্ষেত্রে 'আসল' ও 'নকল'-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন এবং আসল বিষয়টি গ্রহণ করে মহা বিপর্যয় থেকে বাঁচতে পারবেন।

যুগের দাবী ও চাহিদাকে সামনে রেখে স্বনামধন্য লেখক ও গবেষক জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশীদ আলম (অবঃ) কলম ধরেছেন এবং অনেক দলীল প্রমানের নিরীখে 'ইসলামী তাবলীগ ও বর্তমান ইলিয়াসী তাবলীগের' মধ্যে পার্থক্য নিরূপনের চেষ্টা করেছেন। এক পর্যায়ে তাঁর উক্ত শিরোনামের পাণ্ডুলিপিটা দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে আমার সামনে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, লেখক মহোদয় ইলিয়াসী তাবলীগের বিভিন্ন দিক উদ্ধৃতি- বরাত সহকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আরো লক্ষনীয় যে, তিনি তার প্রায় প্রতিটি গ্রহণযোগ্য উদ্ধৃতির সাথে সাথে তার মন্তব্য তথা পর্যালোচনা ও উল্লেখ করেছেন। মোট কথা, তিনি এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সফল হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বাতিলপন্থীদের উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে তাদের ভ্রান্তি নিরূপন এবং সংক্ষেপে সঠিক আক্বীদাগুলো ও পাঠক সমাজের সামনে প্রস্তুত করে দেখিয়েছেন। আশাকরি, পাঠক সমাজ ইলিয়াসী তাবলীগের ভ্রান্তিগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাদের খপ্পর থেকে নিজেদের ঈমান, আক্বীদা ও আমলকে রক্ষা করতে পারবেন।

আমি লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

আমীন।

ধন্যবাদান্তে
এম.এ. মান্নান

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ ছোবহানীয়া আলীয়া কামিল মাদ্‌রাসার সম্মানিত শায়খুল হাদিস আল্লামা কাযী মুহাম্মদ মঈনউদ্দিন আশরাফী সাহেব এর-

অভিমত

ইসলামের মূলধারা সুন্নী মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্মানিত ব্যক্তি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশীদ আলম (অবঃ) সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ইসলামের নামে চলমান বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে আন্তরিকতার সাথে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে তিনি একাধিক তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক মুসলমানদের সামনে পেশ করতে সফভভাবে সক্ষম হয়েছেন। অতঃপর তিনি প্রচলিত "ইলিয়াছি ছয় উছুল ভিত্তিক" তাবলিগী জামাতের স্বরূপ উম্মোচনে ইসলামী তাবলীগ ও বর্তমান তাবলীগ পুস্তক লিখে বাংলাভাষা মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। এতে তিনি নির্ভূল তথ্যাবলী পেশ করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন।

আমি তাঁর ও পুস্তকের বহুল প্রচার-প্রসার ও লেখকের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

-কাযী মুহাম্মদ মুঈনউদ্দীন আশরাফী

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সূচীপত্র ঃ

১। সংকলকের কথা ৮
২। দ্বীনের দাওয়াত কারা দেবে? ১৩
৩। স্বপ্নে প্রাপ্ত বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা ১৪
৪। নবী ওয়ালা কাজ ১৪
৫। মসজিদ ব্যবহার ১৫
৬। ইসলামের রোকন/উসূল বনাম ইলিয়াসী উসূল ১৬
৭। আমাদের দ্বীন কি শুধুই শরীয়ত ১৭
৮। ইসলামী তাবলীগ বনাম ইলিয়াসী তাবলীগ ১৮
৯। মালফুজাত প্রসঙ্গ ২২
১০। তাবলীগ জামাতের মুরুব্বিদের আক্বিদা ২৭
মৌঃ আশরাফ আলী থানভী সাহেব ২৮
মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ৩০
মৌঃ খলীল আহমদ আম্বেঠবী সাহেব ৩২
মৌঃ ইসমাঈল দেহলভী সাহেব ৩৩
মৌঃ কাসেম নানুতবী সাহেব ৩৫
তাবলীগ জামাতের মুরুব্বিদের আরো কিছু ভ্রান্ত আক্বিদা ৩৬
১১। এক নজরে তাবলীগ জামাতসহ বাতিল পন্থীদের মতবাদ ৩৮
১২। বাতিল আক্বিদার অনুসারীদের মতবাদ ও লক্ষণ সমূহ সম্পর্কে নবীজির ভবিষ্যদ্বাণী ৪৩
১৩। উভয় পক্ষের কিছু মুরুব্বিদের নামীয় তালিকা ও মতামত ৪৬
১৪। তথ্য প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ ৪৮

সংকলকের কথা

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে, যিনি আমাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম উম্মতের কান্ডারী ও দরদী নবী, আল্লাহ্‌র হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর, যিনি নিজেই হলেন ঈমানের মূল এবং যাঁর প্রতি ইশ্‌ক বা মহব্বত হলো ঈমানের হাকিকত।

সত্য-মিথ্যা ও হক্ব-বাতিলের দ্বন্দ্ব পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আমাদের মিথ্যা থেকে সত্যকে, বাতিল থেকে হক্বকে পৃথক করতে হবে এবং কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা তা বুঝতে হবে। এটা বর্তমানে খুব বেশী জরুরী। কারণ হুজুর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষ জামানায় আমাদের মধ্যে দ্বীনের বিষয়ে অনেক বিভক্তি দেখা দিবে তথা উম্মতের মধ্যে অনেক দল ও উপ-দল সৃষ্টি হবে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, উম্মতের একটি দল সর্বদা ইসলামের মূল আক্বিদা-বিশ্বাসের ধারায় তথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা কেরামের আক্বিদা ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর ঐ দল হলো 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বা সুন্নী জামা'আত এবং এর অনুসারীরা হবে জান্নাতী। আর বাকি দল-উপদলগুলো হলো বাতিল এবং ঐ সকল দলের অনুসারীরা হবে জাহান্নামী।

বর্তমানে প্রায় সকল দলের অনুসারীরাই নিজেদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী হিসাবে দাবী করে। তারা সবাই কুরআন-হাদীসের কথা বলে এবং বেশ-ভূষায়ও একই রকম। তাই আসল ও নকল চিনা মুশকিল। অথচ চিরস্থায়ী সাফল্যের জন্য

অবশ্যই আমাদেরকে সঠিক সুন্নী দল নির্ণয় করে তার অনুসারী হতে হবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আখেরী জামানার কিছু উম্মত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এমন এশ্‌ক ও মহব্বত করবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যিয়ারত ও দীদারের জন্য তারা পাগলের মত বেকারার থাকবে এবং জান-মাল কোরবান করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। এদের ঈমান হবে অদ্ভুত ও উত্তম' (মুসলিম-২য় খন্ড, পৃ: ৩৭৯ এবং মেশকাত-পৃ: ৫৫০ ও ৫৮৩)। অন্য হাদীস হতে জানা যায়, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর 'ভাইদের সাথে' তথা শেষ জামানার ঐ সকল উম্মতদের সাথে সাক্ষাত/মোলাকাতের জন্য অধিক আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন, যারা তাঁকে না দেখেই খুব মহব্বত করবে (মেশকাত, পৃ:৫৫০)। আরেক হাদীসে আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একবার মোবারকবাদ জানিয়েছেন তাদের জন্য যারা তাঁকে দেখে ঈমান এনেছে এবং মহব্বত করেছে। কিন্তু ০৭ বার মোবারকবাদ জানিয়েছেন তাদের জন্য যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে না দেখে ঈমান এনেছে এবং তাঁর সাথে ইশ্‌ক ও মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। (মেশকাত-৫৮৪, আহমদ, ৫ম খন্ড ২৬৪)।

এ তিনখানা হাদীস প্রমাণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইশক ও মহব্বত ঈমানদারদের জন্য অতীব জরুরী একটি বিষয়।

এক সকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে হযরত জায়াদ বিন হারেসা (রাঃ) এর সাক্ষাত হলে তার (জায়াদ) হাল সম্পর্কে জানতে চান। উত্তরে জায়াদ (রাঃ) জানান যে, তিনি খুব উৎফুল্ল; কারণ সেদিন তাকে খুব ঈমানদার বলে মনে হয়েছে। এটা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান- হে জায়াদ! তুমি কি বলছ? তুমি কি জান ঈমানের হাকিকত কি? এর অর্থ হলো

ঈমানদার হওয়া অত সহজ নয় এবং ঈমানের একটি হাকিকত আছে। (জা'আল হক, ১ম খন্ড, হাযির-নাযির অধ্যায় এবং মসনবী শরীফ)। অন্য হাদীস হতে জানা যায় যে, ঈমানের হাকিকত হলো- ইশ্‌কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অর্থাৎ- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সর্বোচ্চস্তরের মহব্বত করা। (বুখারী, রাবী-আবু হুরায়রা (রাঃ), ১ম খন্ড, পৃ:০৭; মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ:৪৯) আমরা জানি যে, মুমীনদের মহা মূল্যবান পূঁজি ও সম্পদ হলো ঈমান। আর উপরোক্ত বর্ণনা হতে জানলাম যে, ঈমানের হাকিকত বা মূল ভিত্তি হলো সর্বোচ্চস্তরের মহব্বত বা ইশ্‌কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই তো আল্লাহ্ বলেন, 'আমার ভালবাসা পেতে হলে আমার হাবীবকে অনুসরণ কর।' (সুরা-আলে ইমরান, আয়াত নং-৩১)। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার জন্য আমাকে ভালবাস'। (মেশকাত, পৃ:৫৭৩, তিরমিযী-২য় খন্ড, পৃ:২১৭)। 'আল্লাহর এ নির্দেশ প্রতিপালনের প্রেক্ষিতে বিবেকের দাবী হলো-মনে প্রাণে তো তাকেই অনুসরণ করা যায় যার প্রতি নিখাদ মহব্বত বা ইশ্‌ক থাকবে। আর ঈমানদার হওয়ার জন্য যাকে জানের চাইতে বেশী মহব্বত ও ইশ্‌ক করব -তাকে তো সর্বগুণে গুণান্বিত হতেই হবে। তাই মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে "উসওয়াতুন হাসানা" (উত্তম আদর্শের অধিকারী), "খুলুকুন্ আজিম" (উত্তম চরিত্রের অধিকারী), "রাহমাতুল্লিল আলামিন" (সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত) এবং আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঞ্জিত (গুণে-গুণান্বিত) করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

এখন বুঝে নিন, একদিকে আল্লাহ্ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কেমন উন্নত শান, মান ও মর্যাদায় ভূষিত করে পৃথিবীতে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, আর অপরদিকে কেমন হওয়া উচিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আমাদের আদব, মহব্বত ও সম্মান। অথচ সেই মহান সত্তার, যাঁকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ কিছুই সৃষ্টি করতেন না এবং নিজেও প্রকাশিত হতেন

না, তাঁর মান-মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে, তাঁকে একজন নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম ব্যক্তি এবং আমাদের মত মানুষ হিসাবে প্রমাণ করতে আজ উম্মতের কয়েকটি দল মারাত্মকভাবে সক্রিয়। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাদের আদব, সম্মান ও মহব্বতের মান এবং তাদের বাস্তব কর্মকান্ড ও আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করলে ঈমানের হাকিকত তথা ইশ্‌কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরম ঘাটতি তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি আল্লাহ কর্তৃক তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রদত্ত বহু শান-মান ও বিশেষ বৈশিষ্টগুলো তারা মানতে নারাজ। অথচ আমাদের দূর্ভাগ্য যে এমন ক্যাটাগরীর লোকেরাই আজ আমাদের নতুন করে দ্বীনি শিক্ষা দিতে সক্রিয়।

কুরআন হতে জানা যায়, আল্লাহ্ হাশরে আমাদেরকে আমাদের নেতাদের (ইমামদের) সাথে ডাকবেন। হাদীস হতে জানা যায়, দুনিয়ায় যে যাকে ভালবাসবে হাশরে সে তার সাথেই থাকবে। কাজেই আজ যে সকল নেতা/মুরুব্বি ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভক্তি, তাজিম ও মহব্বতের এমন প্রচন্ড ঘাটতি দেখা যায়, তাদের হাশর কেমন হবে তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

অতএব, আমাদেরকে ঈমান ও ঈমানের হাকিকতের মানদন্ডে যাচাই-বাছাই করে সঠিক দল ও সঠিক নেতা বা ইমাম বা মুরুব্বী নির্বাচন করতে হবে। তবেইতো সঠিক গন্তব্যে পৌছতে পারবো ও সফলকাম হতে পারবো। এ কারণেই আমি এ ক্ষুদ্র পুস্তিকার মাধ্যমে বর্তমান বড় একটি দল, তাবলীগ জামাতের মুরুব্বিগণ এবং তাদের অনুসারীদের ঈমান-আক্বিদা ও কর্মকান্ড, প্রাপ্ত তথ্যাদি হতে সংগ্রহ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য বিশ্লেষণ পূর্বক প্রয়োজনীয় মতামতসহকারে উপস্থাপন করলাম।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্‌র সঠিক পথ হতে বিচ্যুতি ও বহুধা বিভাজনের কারণে, আমি আমার দয়াল পীর দস্তগিরের হৃদয়ের

রক্তক্ষরণ তো দেখিনি, তবে তাঁর চাঁপা ক্রন্দনের সুর শুনেছি। আর এ পুস্তিকা হলো তাঁরই কান্নার প্রতিধ্বনি এবং তাঁর রূহানী ও ইলমি সোহবতের ফসল। আমি তাঁর প্রতি প্রাণ ভরা কৃতজ্ঞতা জানাই। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবকে যিনি দয়া করে আমার এ পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষা ও সংশোধন করেছেন এবং তাঁর মূল্যবান অভিমত প্রদান করেছেন। শ্রদ্ধেয় মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মঈনউদ্দীন আশরাফী সাহেবকেও কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁর অভিমতের জন্য এবং মুফতি মুহাম্মদ আবদুল আলী কাদেরী সাহেবকে সম্পাদনার জন্য।

এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য মোটেও কারো অনুভূতিতে আঘাত বা কষ্ট দেয়া নয়। সবার কাছে আমার আকুল আবেদন, মনের জানালা খুলে নিরপেক্ষভাবে পড়ুন এবং এর মূল্যায়ণ করুন। উম্মাহ্‌র একজনও যদি ভূল রাস্তা হতে সঠিক রাস্তায় ফিরে আসে, আমি আমার প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করব। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে হেদায়েত নসীব করুন এবং পরকালীন সফলতা দান করুন।

আমিন। বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালীন।

বিনীত

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশীদ আলম (অবঃ)
খাদেম, দরবারে মকিমীয়া মোজাদ্দেদীয়া
টানপাড়া, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

দ্বীনের দাওয়াত কারা দেবে?

১। সুরা মায়িদা : ৬৭ - "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা আপনি প্রচার করুন।"

মন্তব্য - এ আদেশ শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য খাস ছিল।

২। সূরা তাহরীম : ৬ - "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"

মন্তব্য - এ আদেশ আল্লাহ্ শুধু ঈমানদার বান্দাদেরকে নিজে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর কথা বলেছেন।

৩। সুরা আলে-ইমরান : ১০৪- "তোমাদের মধ্যে একদল এমন হওয়া উচিত যারা কল্যাণ ও ইসলামের দিকে লোকদেরকে আহবান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হচ্ছে কামিয়াব বা সফলকাম।"

মন্তব্য - (তৃতীয় নম্বর সূত্রের ক্ষেত্রে) প্রথমত এ আদেশ হচ্ছে ফরজ, কিন্তু ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ একদল করলে সকলের ফরজ/হক আদায় হয়ে যাবে (তাফসিরে বায়জাভী, তাফসিরে জালালাইন ও তাফসিরে কুরতুবী সহ অনেক তাফসিরে বলা হয়েছে এটা আলিমদের জন্য প্রযোজ্য এবং ওয়াজিব)। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ শুধু একদল লোককে দ্বীনের প্রচারের জন্য বলেছেন, সবাইকে নয়। এরা হলেন হক্কানী আলেম বা নায়েবে রাসূলগণ। আর যখন কাজটি গণহারে আম জনতা বা অনুপযুক্ত লোক দ্বারা পরিচালিত হবে, তখন হাদিস অনুসারে মনে করতে হবে এটি কেয়ামতের আলামত।

স্বপ্নে প্রাপ্ত বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা

১। তাফসিরে রুহুল মায়ানী, প্যারা ২৩, পৃ:১২৮- "নবীগণ আলাইহিমুস সালামের উপর নাজিলকৃত ওহী জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ নির্ভুল, সঠিক ও সত্য, তদ্রুপ তাঁদের ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন ও ওহী নির্ভুল, সঠিক ও সত্য এবং শরীয়তের দলিলরূপে পরিগণিত।"

২। তাফসিরে জালালাইন শরীফ, পৃ:৩৭৭ - "নবীগণ আলাইহিমুস সালামের স্বপ্ন সত্য এবং তাঁদের কাজসমূহ আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।"

৩। নবীগণ ব্যতীত অন্য কারো স্বপ্ন সবসময় সত্য নাও হতে পারে। তাই নবীগণ ব্যতীত অন্য কারো স্বপ্ন শরীয়ত নয়। অলীগণের স্বপ্ন কুরআন হাদীস অনুযায়ী হলে নিজের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু অন্যের জন্য দলিল হতে পারে না।

মন্তব্য - উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে মৌ: ইলিয়াস মেওয়াতীর স্বপ্ন গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তার প্রচলিত তাবলীগের মত ও পথ হলো ভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী। (বিশদ বর্ণনা পরবর্তীতে দেয়া হয়েছে।)

নবী ওয়ালা কাজ

১। উম্মত কখনও নবীর মত হতে পারে না এবং নবীগণের বিশেষ দায়িত্ব উম্মত পালন করতে পারে না।

২। সাহাবীগণ বলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার মত নই।" (বুখারী শরীফ- ১ম খন্ড, পৃ:২৫৭)

৩। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন - "আমি তোমাদের কারো মত নই।" (বুখারী- ১ম খন্ড, পৃ:২৬৪ ও মুসলিম-১ম খন্ড, পৃ:৩৫৩)

৪। অন্য হাদীস - "তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে?" অর্থাৎ কেউই নেই। (বুখারী শরীফ- ১ম খন্ড, পৃ:২৬৩)

মন্তব্য - (১) উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো উম্মত নবীর মত নয়। কাজেই, নবীর বিশেষ কাজ কিভাবে উম্মত পালন করবে? আর যদি এ উম্মতের আলেমগণ বনী ঈসরাইলের নবীগণের মতও হন তবে তাঁরা হলেন হক্কানী ওলামায়েকেরাম ও নেয়ামত প্রাপ্ত বুজুর্গানে দ্বীন, যাদের মাধ্যমে নবুয়তের ধারা রহিত হওয়ার পরও বেলায়েতের ধারা চালু আছে। আর নবীর ওয়ারিশ হিসেবে তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী পালন করবেন।

(২) হাদীসে আছে, "নিশ্চয়ই আলেমগণ হলেন নবীর ওয়ারিশ।" আবার অন্য হাদীসে আছে - "ভালোর চেয়ে ভালো হলো আলেম এবং খারাপের চেয়ে খারাপ হলো আলেম।" (মেশকাত-পৃ:৩৭, দারেমী-১ম খন্ড, পৃ:১১৬, হাদীস নং-৩৭০) কাজেই দ্বীনের দাওয়াতের জন্য হক্কানী আলেম হতে হবে, আলেমে সূ (অসৎ আলেম) নয়, আম জনতা বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ তো নয়ই।

মসজিদ ব্যবহার

১। সুরা হাজ্জ : ২৬ - "আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাজে দন্ডায়মানরতদের জন্য এবং রুকু'-সাজদাকারীদের জন্য।"

২। সুরা বাকারা : ১২৫ - "আমি ইব্রাহিম ও ঈসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু'-সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।"

৩। "তোমরা মসজিদকে ঘুমাইবার ঘর বানাইও না।" (উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী)

৪। "তিন মসজিদ ব্যতিত (অধিক সওয়াবের আশায়) অন্য কোন মসজিদে সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম (মক্কা), মসজিদে নববী (মদিনা) এবং মসজিদে আল আকসা

(বাইতুল মুকাদ্দাস)।" (বুখারী-১ম খন্ড, পৃ:২৫২, মুসলিম-১ম খন্ড, পৃ:৩১৩ ও ৩১৪ এবং মেশকাত-পৃ:৬৮)

মন্তব্য - মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর, যা পবিত্র রাখার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র এই হুকুম পালনার্থে দেখা যায় যে, পীর-মাশাঈখ তাঁদের দরবারে মসজিদ, মাহফিলের ঘর/স্থান এবং হুজরা শরীফ আলাদা - আলাদা রাখেন। অথচ আজকাল পবিত্র মসজিদকে সরাইখানা বানিয়ে সেটার পবিত্রতা নষ্ট করা হচ্ছে।

ইসলামের রোকন/উসূল বনাম ইলিয়াসী উসূল

১। ইসলামের রোকন/উসূল হলো ০৫টি। যথা- ঈমান (কলেমা), নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। (বুখারী-১ম খন্ড, পৃ:০৬, মুসলিম-১ম খন্ড, পৃ:৩২ এবং মেশকাত-পৃ:১২)

২। তাবলীগ জামাতের রোকন/উসূল হলো ০৬টি। যথা- ঈমান (কলেমা), নামাজ, এলেম ও জিকির, একরামুল মুসলেমীন (মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন), তা সহীহে নিয়ত (নিয়ত শুদ্ধ করা) ও নাফর ফি সাবিলিল্লাহ (তাবলীগের জন্য বের হওয়া)। (সূত্রঃ দাওয়াতে তাবলীগ - ২য় খন্ড)

মন্তব্য - (১) মুসলমানদের রোকনের প্রবর্তক হলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু তাবলীগের রোকন বা উসূলের প্রবর্তক হলেন দিল্লীর মৌ: ইলিয়াস মেওয়াতী (১৩০৩ হি: - ১৩৬৩ হি: তথা ১৯৪৪ সাল) যিনি তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা। এই ০৬ উসূলের ভিত্তি করেই তিনি ১৩৪৪ হি: তে সর্বপ্রথম তাবলীগের কাজ ও গাশ্‌ত শুরু করেন।

(২) ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ হলো ০৫টি। আর তাবলীগ জামাতের ০৬টি। তাই ইসলামের মৌলিক স্তম্ভে হস্তক্ষেপ করে, অর্থাৎ ০৩টি রোকন বাদ দিয়ে নতুন ৪টির সংযোজন

করে, তাবলীগ জামাতের প্রবর্তক ও অনুসারীগণ নিজেরাই ইসলামের দায়রা বা বৃত্ত হতে দৃশ্যত বেরিয়ে গেছেন। তারা যত খোঁড়া যুক্তিই উপস্থাপন করুন না কেন, এটাই সত্য। আর ইসলামের মূল নীতির পরিবর্তনকারীরা কাফের। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের সিদ্ধান্ত।

আমাদের দ্বীন কি শুধুই শরীয়ত

১। এলেম অর্জন ফরজ। এলেম আবার ০২ প্রকারের- জাহেরী ও বাতেনী। কাজেই উভয় প্রকার এলেম অর্জনই ফরজ। (মেশকাত-পৃ:৩৪, ইবনে মাজা-পৃ:১৯)

২। হাদীসে জিব্রাইল অনুযায়ী আমাদের দ্বীনের পুর্ণতার জন্য তিনটি বিষয় রয়েছে। যথা- ইসলাম, ঈমান ও এহসান। (বুখারী-১ম খন্ড, পৃ:১২, ২য় খন্ড, পৃ:৭০৫, মুসলিম-১ম খন্ড, পৃ:২৭, মেশকাত-পৃ:১১)। ইসলাম ও ঈমান হলো শরীয়তের বিষয় এবং এহসান হলো তরিকত/মারেফত বা সূফিবাদের বিষয়।

৩। ইমাম মালেক (র:) ফরমান- "যে ব্যক্তি এলমে শরীয়ত বা শরীয়তের জ্ঞান হাসিল করেছে এবং এলমে মারেফতের জ্ঞান হাসিল করেনি, সে ফাসিক। আর যে ব্যক্তি মারেফতের জ্ঞান হাসিল করেছে, কিন্তু শরীয়তের জ্ঞান হাসিল করেনি, সে জিন্দিক (কাফের)। আর যে ব্যক্তি উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন করেছে, সেই হচ্ছে হক্কানী আলেম বা নয়েবে রাসূল।" (মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসা-বীহ, কিতাবুল ইলম, ১:৩৩৫)

মন্তব্য - উপরোক্ত ০৩টি তথ্যের আলোকে তাবলীগের অনুসারীগণ বাতেনী এলেম হাসিল, এহসান অর্জন এবং মারেফতের জ্ঞান লাভের জন্য কি উপায় বা পদ্ধতি বা নিয়ম অনুসরণ করেন, তা সরলপ্রাণ মুসলমানদের অবশ্যই জানতে ইচ্ছা করে এবং জানার অধিকারও রয়েছে। সম্ভবত কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ মেওয়াতী সাহেব নিজেই

তাবলীগের অনুসারীদের সূফীদের কিতাব পড়তে নিষেধ করেছেন। (সূত্রঃ মালফুজাত নং-৮০) কারণ সূফীদের কাছে সত্য পথের ঠিকানা পাওয়া যায় এবং তাদের দ্বারস্থ হলে মেওয়াতী সাহেবের দল ভেস্তে যাবে।

ইসলামী তাবলীগ বনাম ইলিয়াসী তাবলীগ

১। ইসলামী তাবলীগের প্রবর্তক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যা শুরু হয়েছে মক্কার হেরা গুহা/জবালে নূর হতে। আর বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগের প্রবর্তক হলো মৌঃ ইলিয়াস মেওয়াতী, যা শুরু হয় ভারতের মেওয়াত হতে।

২। ইসলামী তাবলীগের উসূল বা ভিত্তি ০৫টি। যথা- কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। আর তাবলীগ জামাতে হলো ০৬টি। যথা- কালিমা, নামাজ, এলেম ও জিকির, ইকরামুল মুসলিমীন, তা সহীহে নিয়ত এবং তাবলীগের জন্য বের হওয়া।

৩। ইসলামী তাবলীগের ০৫টি ভিত্তি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধমে পেয়েছেন যা আল্লাহ্ পক্ষ থেকে নাযিল হয়। কাজেই এর মধ্যে কোন সংযোজন বা বিয়োজনের সুযোগ নেই। আর ইলিয়াসী তাবলীগের ০৬টি ভিত্তি মেওয়াতী সাহেব স্বপ্নে পেয়েছেন। তন্মধ্যে শুধু কলেমা ও নামাজ ইসলামী ভিত্তি হতে নেয়া হয়েছে এবং অপর তিনটি (হজ্জ, রোজা ও যাকাত) বাদ দিয়ে নতুন ০৪টি উসূলের সংযোজন করা হয়েছে। ফলে উক্ত মতবাদের অনুসারী/বিশ্বাসীরা ইসলাম হতে খারিজ কিনা তা পাঠক গণের বিবেচনার জন্য ছেড়ে দিলাম।

৪। ইসলামী তাবলীগের ৫ উসূল/ভিত্তি কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাবলীগের ৬ উসূলের দলিল

তাদের নিজেদের কিতাবাদি ছাড়া অন্য কোথাও নেই। তাই তাদের কার্যকলাপ ও কর্মপদ্ধতি দৃশ্যত নাজায়েয।

৫। ইসলামী তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো কাফের মুশরিককে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়াকেরাম মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার দাওয়াত দেননি, কেবলমাত্র অমুসলিমকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু ইলিয়াসী তাবলীগের লক্ষ্যস্থল হলো মুসলমান এবং মসজিদ দখল। তারা মুসলমানদেরকে দাওয়াত দেয় তাদের আক্বিদায় বিশ্বাসী বানাতে যা ইসলামী আক্বিদা ও ইসলামী তাবলীগের পরিপন্থী। মোটকথা তাদের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য অমুসলিমকে মুসলমান বানানো নয়, বরং মুসলমানদেরকে তাবলীগী বানিয়ে প্রকৃত ইসলাম থেকে খারিজ করে তাদের নিজেদের আক্বীদায় বিশ্বাসী বানানো।

৬। ইলিয়াসী তাবলীগের অনুসারীরা ঘরে-ঘরে গিয়ে এবং লাইন বেঁধে গাশ্‌ত করে সদস্য সংগ্রহের ফাঁদ পাতে। এমন কি অনেক আলিম ও বুজুর্গ ব্যক্তিগণকেও দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার মত বেয়াদবীপূর্ণ আচরণ তাদের মধ্যে অহরহ পরিলক্ষিত হয়।

৭। চিশতিয়া তরীকার কোন কোন বুজুর্গ আত্মশুদ্ধি ও মা'রেফত লাভের উদ্দেশ্যে বনে-জঙ্গলে কিংবা পাহাড়-পর্বতে একাকী গিয়ে মোরাকাবা-মোশাহেদায় লিপ্ত হতেন। এটাই তাদের চিল্লা। কিন্তু ইলিয়াসী তাবলীগের অনুসারীগণ চিল্লা করতে যান দলে দলে এবং লোকালয়ে।

৮। ইসলামী তাবলীগে হাড়ি-পাতিল, কম্বল, লোটা ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। ইলিয়াসী তাবলীগে এ'সব মোটামুটি বাধ্যতামূলক।

৯। ইসলামী তাবলীগে মসজিদকে সরাইখানা বানানোর প্রয়োজন নেই। ইলিয়াসী তাবলীগে মসজিদ হলো সরাইখানা। এ ক্ষেত্রে তাদের উপস্থাপিত ইতেকাফের দলিল গ্রহণযোগ্য নয়। যাদের ঈমান শুদ্ধ নয়, তাদের ই'তিকাফ অকেজো।

১০। ইসলামী তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো অমুসলমানকে মুসলমান বানানো। ইলিয়াসী তাবলীগের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানগণকে ওহাবী আক্বিদার বিশ্বাসী বানানো।

১১। ইসলামী তাবলীগের শিক্ষা হলো উম্মত কখনো নবীর সমতুল্য হতে পারে না। তাদের শিক্ষা হলো তারা নবীগণের সমকক্ষ। (মালফুজাত নং-৫০) - 'তোমাদিগকে আম্বিয়ায়ে কেরামদের মতই মানুষের উপকার করার জন্য বাহির করা হয়েছে।' (নাউযুবিল্লাহ্) অথচ কোরআনের সুরা আলে ইমরানের ১১০নং আয়াতটি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য প্রযোজ্য হলেও এ আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকে 'আম্বিয়া কেরামের' মত উল্লেখ নেই, যা মেওয়াতী সাহেব উল্লেখ করেছেন।

১২। ইসলামী শিক্ষা হলো নবীগণের কাজ আম জনতা করতে পারে না। তাদের শিক্ষা হলো- তারা নবীওয়ালা কাজ করে থাকে। (দেখুন- তাবলীগ জামাত প্রসঙ্গে ১৩ দফা, ১৪ পৃঃ- লেখক মুহাম্মদ মুযাম্মিল হক)

১৩। ইসলামী শিক্ষা হলো নবীগণের অন্তর কুফরী ও শিরকের দাগ হতে মুক্ত এবং তাঁরা অন্যদের অন্তরের দাগ ও ময়লার ডিটার্জেন্ট (ময়লা পরিষ্কারকারী) হিসাবে কাজ করেন। তাদের শিক্ষা হলো নবীজির হৃদয়ে কাফেরদের ময়লার দাগও লেগে যেত, তাই তিনি রাত্রে ইবাদত দ্বারা তা পরিস্কার করতেন। (নাউযুবিল্লাহ্)। (দেখুন- মলফুজাত ৭ম কিস্তি- ১১১নং মালফুজাত)

১৪। ইসলামী শিক্ষা হলো আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত হলো ফরজ ইবাদত। তন্মধ্যে যাকাতও রয়েছে। তাদের শিক্ষা হলো ফরজ যাকাতের মর্তবা নফল হাদিয়ার চেয়ে কম। (মলফুজাত নং-৫১)

১৫। ইসলামী শিক্ষা মতে যাকাত পাবে এতিম, গরীব, মিসকিন। তাদের শিক্ষা ও তালিকামতে ৪০ জন তাবলীগ কর্মীকে যাকাত দেয়া উত্তম, কেননা তাদের মধ্যে লোভ-লালসা নেই। (মলফুজাত নং-৬২)

১৬। ইসলামী শিক্ষা হলো নিজে এবং নিজ পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে হবে (সূরা তাহরীমঃ ৬)। আর তাদের শিক্ষা হলো নিজ ঘর ও পরিবারকে বাদ দিয়ে চিল্লার নামে বাইরে চলে যাওয়া। নিজেও তার পরিবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কিনা তার খবর নেই, অথচ অন্যকে জান্নাতী বানাতে বেরিয়ে যায়। এটা আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধিতা বৈকি।

১৭। ইসলামী শিক্ষা হলো হাশরের দিন সমস্ত নবী আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঝান্ডার ছায়াতলে থাকবেন (মেশকাত-পৃঃ৫১৩)। আর তারা বলে নবীগণ নাফসী নাফসী বলে ভয়ে চিৎকার করতে থাকবেন, আর তাবলীগী মুজাহিদ বান্দাগণকে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ ভয়শুন্য অবস্থায় শান্তির ছায়াতলে রাখবেন। (দাওয়াতে তাবলীগ-১ম সংস্করণ, ১ম খন্ড, ৫৪পৃঃ -লেখক আম্বর আলী)

১৮। ইসলামী আক্বিদা হলো আরাফাতের জামায়েত হলো বিশ্ব মুসলিম ইজতিমা এবং এটা কোরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত। তাদের দাবী হলো টঙ্গীর জামায়েত বিশ্ব ইজতিমা, যা কোরআন ও হাদীসের কোথাও নেই।

১৯। ইসলামী তাবলীগ বলে আরাফাতের সমাবেশ হলো অতুলনীয় একক এবং ফরজ। তাদের দাবী টঙ্গী ইজতিমা দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ব ইজতিমা। (আরাফাতের সাথে তুলনা বা তার বিকল্প মনে করা বেদ্বীনি কাজ। আজকাল মুখে মুখে তাদের মধ্যে ইহা প্রচলিত রয়েছে যে ইজতিমার সওয়াব গরীবের জন্য হজ্জের সমান।) (নাউযুবিল্লাহ্)

২০। ইসলামী শিক্ষা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' হলো পূর্ণ কালিমা। তাদের মতে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" কালিমার অংশ নয়। (দেখুন- মেওয়াতী সাহেবের প্রথম কাতারের অনুসারী মৌঃ হাসান আলীর 'চৌদা মাসায়েল')

২১। ইসলামী তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম,

আউলিয়ায়ে কেরাম ও ওলামায়ে কেরামগণ। আর তাদের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করে- আলেম নন এমন লোকেরা।

২২। কুরআনের শিক্ষা হলো "তোমরা সত্যবাদীদের (সিদ্দিকিন বা বুজুর্গ ব্যক্তি) সঙ্গী হও" (সুরা তওবা:১১৯) এবং "তোমরা কিছু না জানলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর।" (সুরা নহল:৪৩) কিন্তু তাদের শিক্ষা হলো হক্কানী ওলামা কেরামের নিকট তাবলীগের দাওয়াত দেয়া যাবে না, কারণ তাবলীগের আসল গুরুত্ব ভালভাবে তাদেরকে নিশ্চিত করা যাবে না যে তাদের (ওলামাদের) অপরাপর দ্বীনি কর্মকান্ডের তুলনায় এ কাজ (তাবলীগের কাজ) অধিক উপকারী। তাদের কাছে শুধু ফায়দা অর্জনের জন্য যাবে, কিন্তু তাদের চতুর্পার্শ্বে অধিক মেহেনতের মাধ্যমে তাবলীগের কাজ করতে হবে (মালফুজাত নং-২৯)। (সম্ভবত হক্কানী ওলামা/বুজুর্গগণের ভিত দুর্বল করে যেন তাদের দূর্গ-দখল করা যায়।)

২৩। ইসলামী তাবলীগের ক্ষেত্রে মহিলাদের তাবলীগ বা ইজতেমা নেই। কিন্তু ইলিয়াসী তাবলীগের সর্বশেষ সর্বনাশা সংযোজন হলো মহিলা তাবলীগ ও মহিলা ইজতেমা, যা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলামী শিক্ষা হলো মহিলারা তাদের ঘরের নিরব ও নিভৃত কোণে ইবাদত করবে।

মালফুজাত প্রসঙ্গ

১। মালফুজাত নং-২৩- নামায শেষে আল্লাহ্‌র দরবারে এক বুজুর্গের প্রার্থনা ছিল, 'আল্লাহ্ যেন দ্বীনের সাহায্যকারীকে সাহায্য করেন এবং বেইজ্জতকারীকে বেইজ্জত করেন'। অথচ ইহার ব্যখ্যায় ইলিয়াস সাহেব বলেছেন- 'দ্বীনের সাহায্য যারা করে না তাদের জন্য মারাত্বক বদদোয়া রয়েছে'।

মন্তব্য - আল্লাহ্‌র হুকুম আহকাম মানাই আমাদের শরীয়তের নির্দেশ। আর 'দ্বীনের সাহায্য', করতে পারলে ভাল, না

করতে পারলে 'মারত্বক বদদোয়া' রয়েছে বা অভিশাপের ভাগী হতে হবে- এমন কথা আমাদের শরীয়তে আছে কিনা সন্দেহ। দ্বীনের সাহায্য করা তো আম ভাবে সবার পক্ষে সম্ভবও নয়।

২। মালফুজাত নং-৩০- ইহাতে মৌ: ইলিয়াস সাহেব বুজুর্গানে দ্বীনদের সম্বন্ধে কটাক্ষ করে বলেন যে, "এসব বুজুর্গানের উপর এই কাজের (তবলীগে ইলিয়াসীর) পুরা হাকিকত এখনো প্রকাশ পায় নাই" এবং "তারা (বুজুর্গানে দ্বীন গণ) দ্বীনের খাস খাদেম তাই শয়তান আমাদের চেয়ে তাদের বড় শত্রু"।

মন্তব্য - এমন উক্তি আওলিয়াকেরামদের জন্য খুবই অপমানজনক।

৩। মালফুজাত নং-৪০- আমাদের ধর্মীয় বিধানে মুসলমানদের জন্য জানমালের কোরবাণী অপরিহার্য। কারণ আল্লাহ্ নিজেই ফরমান যে, তিনি জান্নাত বিক্রি করে দিয়েছেন, মুমিনদের জান-মালের বিনিময়ে (সূরা-তওবা:১১১)। এই কোরবাণীর প্রেক্ষিতে ইলিয়াস সাহেবের ব্যাখ্যা - 'জানের কোরবাণী হলো আল্লাহ্‌র জন্য নিজের ঘর বাড়ী ছাড়া, আর মালের কোরবাণী হলো তাবলিগী সফরের সময় নিজের যাবতীয় খরচ নিজেই বহন করা।'

মন্তব্য - জান-মাল কোরবাণীর ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা আমাদের শরীয়তে গ্রহনযোগ্য নয়; বরং তার মনগড়া।

৪। মালফুজাত নং-৪২- "মুসলমান দুই প্রকার। তৃতীয় কোন প্রকার নেই। প্রথমত: যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় (তাবলীগে) বের হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত: যারা তাদের সাহায্য করবে।"

মন্তব্য - এর অর্থ দাঁড়ালো যারা তাবলীগে যাবে এবং যারা তাদেরকে সাহায্য করবে, তারা ছাড়া অন্যরা মুসলমানই নয়। তা হলে বুঝা যায় মেওয়াতীর পিতাসহ পূর্ববর্তী সকল মুসলমান এবং মেওয়াতীর তাবলীগের আবিস্কারের

পরবর্তীতে যারা তাবলীগ করেনি তারা সবাই কাফেরে পরিনত হয়ে গেছে। (নাউযুবিল্লাহ্)। এটা পরিত্র কোরআনের পরিপন্থী। কারণ, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন যে, সবাইকে একসঙ্গে জ্ঞানার্জন ইত্যাদির জন্য বের হয়ে যাওয়া সমীচিন হবে না। (সুরা তওবা : ১২২)

৫। মালফুজাত নং-৫০- "তোমাদিগকে আম্বিয়া কেরামদের মত মানুষের উপকারের জন্য বাহির করা হয়েছে।"

মন্তব্য - উম্মতকে নবীদের সাথে তুলনা করা সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীস ও ইসলাম বিরোধী। এই আক্বিদার বিশ্বাসকারীদের ঈমান থাকবে না। কারণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন- 'আমি তোমাদের কারো মত নই।' (বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ:২৬৪, মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ:৩৫৩)

৬। মালফুজাত নং- ৫১ : "যাকাতের মর্যাদা হাদিয়ার নিচে, এ কারণেই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর জন্য সদকা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না।"

মন্তব্য - যাকাত হলো ইসলামের ৫টি রোকনের একটি এবং ইহা ফরজ। আদায় না করলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে হাদিয়া হলো মোস্তাহাব, না দিলে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু ইলিয়াস সাহেবের মতে হাদিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরকে সন্তুষ্ট করা যাকাতের মাধ্যমে মালের ময়লা পরিষ্কার করার চাইতে উত্তম। সম্ভবত এই কারণেই তিনি যাকাতকে তার ছয় উসূল থেকে বাদ দিয়েছেন। তাই যাকাতের বিষয়ে ইলিয়াসী আক্বিদা ইসলাম বিরোধী। যারা যাকাতের উপর হাদিয়ার স্থান দেয়, তারা কেমন মুসলমান?

৭। মালফুজাত নং- ৫৬ : "তাবলীগের তরিকা হবে আমার আর তালীম হবে মৌ: আশরাফ আলী থানভীর।"

মন্তব্য - ইসলামী তাবলীগের তরিকা ও তালীম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং আল্লাহ্ হতে প্রাপ্ত

হয়েছেন। আর ইলিয়াসী তাবলীগের তরিকা হলো তার নিজের এবং তালীম হলো মৌ: আশরাফ আলী থানভীর। এমন উক্তির মাধ্যমে ইলিয়াস সাহেব তার দলকে ইসলামের বহির্ভূত একটি দল/আক্বিদা বলে স্বীকার করে নিলেন মনে হয়। তাছাড়া, মৌঃ আশরাফ আলীর তালীম বা শিক্ষায় কুফরী পর্যন্ত পাওয়া যায়, আর ইলিয়াসী তরীকায় রয়েছে মসজিদ অবমাননা আর ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন পদ্ধতি।

৮। মালফুজাত নং- ৯৩ : "এই তাবলীগী সফর জিহাদের বিশেষত্ব ও বরকত নিজের মধ্যে রাখে। সেই জন্য ঐ পুরস্কারও আশা করা যায়। যদিও ইহা যুদ্ধ নয়, এই কাজ জিহাদেরই একটি অংশ নিশ্চয়ই বটে। ইহা (তাবলীগী সফর) কোন কোন হিসাবে কাটাকাটি-রক্তারক্তি হতে যদিও নিম্নস্তরের, কিন্তু আবার কোন কোন হিসাবে উহা (জিহাদ) হতে উচ্চস্তরের।" (মৌ: সাখাওয়াতুল্লাহ কর্তৃক অনুবাদকৃত মালফুজাত নং-৯৩)

মন্তব্য - ইলিয়াস সাহেব আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করার চাইতে তার আবিস্কৃত তাবলিগী কার্যক্রম উচ্চস্তরের বলে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, যা ঈমান বিনষ্টকারী ও কুরআন বিরোধী। অথচ আল্লাহ্ ফরমান- "(যারা) নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র নিকট আর তারাই সফলকাম" (সূরা-তওবা:২০)। একই সূরার ১০৭নং আয়াতের তাফসিরে জানা যায় যে মুনাফিকরা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে নিজেরা মসজিদে কুবার নিকট মসজিদে দ্বিরার নির্মাণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তা উদ্বোধন ও সালাত আদায় করার দাওয়াত দেয়। এই মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা- এ কথা আল্লাহ্ জানিয়ে দিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে ঐ মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। তাবলীগীদের মারকাজ মসজিদ তো দ্বিরার মসজিদেরই নব্যরূপ মনে হয়।

৯। মালফুজাত নং- ১১১ : (৭ম কিস্তি)- "আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালাম গণ যদিও মাসুম (নিষ্পাপ) ..... তথাপিও তাঁরা যখন তালীম ও হেদায়াতের তাবলীগের জন্য সাধারণ লোকদের সাথে মেলামেশা করতেন তখন তাদের অন্তর সমূহে সেই সাধারণ লোকদের অন্তরের ময়লা ও আবর্জনা প্রতিফলিত হত।"

মন্তব্য - নবীগণ যখন নিষ্পাপ, তখন তাদের অন্তরে আবার অন্যের অন্তরের ময়লা ও আবর্জনা কেমন করে প্রতিফলিত হবে? তারা তো নিজেরাই অন্যের অন্তরের ময়লা দূর করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। এটা নবীগণের শানে জঘন্য বেয়াদবী।

১০। মালফুজাত নং-১১৩: "যাকাত ও সদকা তো হলো পাতিলের ময়লা ও দূষিত অংশের মত, ইহা বের করে ফেলা জরুরী। হাদিয়া হলো তৈরী খাবারে খুশবু সুগন্ধি ঢেলে দেয়া।"

মন্তব্য - যাকাত ইসলামের ০৫ রোকনের একটি এবং ইহা আদায় করা ফরজ, না করলে গুনাহ্। পক্ষান্তরে হাদিয়া হলো মোস্তাহাব, না করলে গুনাহ হবে না। প্রকৃতপক্ষে যাকাত ফরজ এজন্য যে, যাকাত মুসলমানের জান-মালের ময়লা/আবর্জনা ভস্মিভূত করে তা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও হালাল করে থাকে। অথচ ইলিয়াস সাহেব যাকাতের উপর হাদিয়ার প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার ছয় উসূলের মধ্যে যাকাত বাদ দিয়েছেন।

১১। মালফুজাত নং-১৪০ : "তাবলীগের কাজ তিন দিন দাও, পাঁচ দিন দাও অথবা সাত দিন দাও-এসব কথা ছেড়ে দাও। শুধু এ কথাই বলতে থাক যে, ইহাই একমাত্র রাস্তা, যে যত বেশী করবে, ততই বেশী পাবে। এর কোন সীমা নাই শেষ নাই।"

মন্তব্য - ইলিয়াস সাহেবের আবিস্কৃত রাস্তাই কি ইসলামের একমাত্র রাস্তা। তাহলে কি ইলিয়াস সাহেবের পূর্বেকার মহান বুজুর্গানে দ্বীন সহ সকল মুমিনরাই যারা ইলিয়াসী তাবলীগ করেননি বা করছেন না, তারা সবাই বিপথগামী? (নাউযুবিল্লাহ্)

১২। মালফুজাত নং-১৭৯ : মৌঃ ইলিয়াস সাহেব বলেন, 'আমাদের এই তাবলিগী আন্দোলন দুশমনকে খোশ করে ও দোস্তকে নাখোশ করে। যার মন চায় আসিতে পারে।'

মন্তব্য - অথচ ইসলামী তাবলিগী দাওয়াত ও আন্দোলন দোস্তকে (মুমিনদেরে) খোশ করে এবং দুশমনকে (কাফেরদেরে) নাখোশ করে। তবে কি ইলিয়াসী তাবলীগ দুশমন তথা কাফেরদেরে খোশ করার জন্য?

১৩। মালফুজাত নং-২০৯ : দ্বীনের দাওয়াতের গুরুত্ব বর্তমান জামানায় এতই জরুরী যে, যদি কোন ব্যক্তি নফল নামাজেরত অবস্থায় দেখে যে, একজন নতুন মানুষ এসেছে এবং ফিরে যাচ্ছে, পুনরায় তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, "তবে আমার মতে মধ্যখানে নামাজ ভেঙ্গে ঐ ব্যক্তির সাথে দ্বীনি কথাবার্তা সেরে নেয়া উচিত।"

মন্তব্য - ইসলামী শরীয়তে কথা বলার জন্য নামাজ ভাঙ্গার অনুমতি নেই। ইলিয়াস সাহেব নিজেই বলেছেন যে, "আমার মতে" - অর্থাৎ এটা তার মনগড়া আক্বিদা/আবিষ্কার। কাজেই শরীয়তের পরিপন্থী হেন আদেশ ও মতবাদ কতটুকু বিশ্বাস ও প্রতিপালন করা উচিত তা নিজেই একবার ভেবে দেখুন।

তাবলীগ জামাতের মুরুব্বিদের আক্বিদা

তাবলীগ জামাতের অনুসারীগণ যদিও প্রচার করেন যে, তারা মানুষকে দোয়া-কালাম, অযু-গোসল, নামাজ-রোজা ইত্যাদি শিক্ষা দেন, কিন্তু পর্দার আড়ালে তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো তাদের মুরুব্বি তথা মৌঃ আশরাফ আরী থানভী, মৌঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গহী, মৌঃ খলিল আহমদ আম্বেটবী, মৌঃ কাসেম নানুতবী, মৌঃ ইসমাইল দেহলভী প্রমূখদের আক্বিদা ও এলেম প্রচার করা। যেমন, ইলিয়াস সাহেব নিজেই বলেছেন - "হযরত থানভী বহুত বড় কাজ করে গিয়েছেন, আমার অন্তর চায় তা'লীম হবে তার - আর

তাবলীগের তরিকা হবে আমার। এভাবে তার তা'লীম (শিক্ষা) যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।" (মালফুজাত নং-৫৬)

আর মালফুজাত নং ৭৫এ বলেছেন- থানভী সাহেবের রূহের খুশী বাড়ানোর সর্বোত্তম পন্থা হলো তার সঠিক শিক্ষা ও উপদেশ নিজেরা একাগ্রচিত্তে আমল করা ও অধিক পরিমাণে প্রচার করা। তাই দেখা দরকার থানভী সাহেবসহ তাদের অন্যান্য মুরুব্বিদের এলেম (শিক্ষা) ও আক্বিদার কিছু নমুনা।

মৌঃ আশরাফ আলী থানভী সাহেব :-

১। থানভী সাহেবের এক মুরিদ তাকে লিখল যে, "আমি রাত্রি বেলায় স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি শুদ্ধভাবে কালিমায়ে শাহাদাৎ উচ্চারণ করতে খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই এভাবে উচ্চারিত হলোঃ-

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রাসূলুল্লাহ"

এহেন কুফুরী কালিমার জন্য তিনি মুরিদকে ভৎর্সনা ও তওবার কথা না বলে উত্তরে শুধু এতটুকু বলে শেষ করলেন যে, "আমার প্রতি তোমার মহব্বত খুব বেশী, এসব তারই ফল।" (তথ্য সূত্রঃ তাবলীগী জামাত, পৃঃ ৫৫ ও ৫৬)

উক্ত মুরিদ ঐ চিঠিতে আরো উল্লেখ করেন যে, দরূদ পড়ার সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পরিবর্তে থানভী সাহেবের নাম চলে আসে। তদুত্তরে থানভী সাহেব লিখেন, "এ ঘটনায় এ কথার সান্ত্বনা নিহিত যে, তুমি যার প্রতি মনোযোগী তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার সাহায্যক্রমে সুন্নতের অনুসারী।" (বেসালায় আল এমদাদ; তথ্যসূত্র - তাবলীগ জামাত, পৃঃ ৫৭, তাবলীগ দর্পণ পৃঃ ৫৬)

মন্তব্য - এমন কালিমা ও দরূদ কি কুফরী নয়?

২। থানভী সাহেব বৃদ্ধ বয়সে প্রথম স্ত্রীর বর্তমানে এক যুবতী মুরিদনীকে বিবাহ করেন। থানভী সাহেবের ভাই পত্র মারফত

ইহার কারণ জানতে চাইলে তিনি জবাবে লিখেন যে, 'কাশফ দ্বারা দেখলেন যে তার গৃহে আয়েশা (রাঃ) আগমন করেছেন। ইহার আলোকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মা আয়েশা (রাঃ) বিবাহের ঘটনার যুক্তি দেখিয়ে তিনি কুমারীর সাথে তার বিবাহের যথার্থতা প্রমাণ করেন।' (রেসালায় আল এমদাদ; তথ্যসূত্রঃ তাবলীগ দর্পণ, পৃঃ ৫৭)

মন্তব্য - এমন ব্যাখ্যা মা আয়েশা (রাঃ) এর প্রতি চরম বেয়াদবী নয় কি?

৩। থানভী সাহেবের মতে- "রাসূলের যে এলমে গায়েব আছে এমন এলেমে গায়েব তো যায়েদ, ওমর বরং সমস্ত শিশু, পাগল এবং সমস্ত জীব জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তু (গরু, ছাগল, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি) সবার মধ্যেই আছে।" (নাউযুবিল্লাহ্) (সূত্রঃ থানবী সাহেব রচিত হিফযুল ঈমান, পৃঃ ১৫)

মন্তব্য - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শা'নে এর চাইতে বেয়াদবী মূলক মন্তব্য আর কি হতে পারে?

৪। থানভী সাহেব তার "কাছদুস সাবিল" গ্রন্থে লিখেন - 'আক্বিকা, খতনা, বিসমিল্লাহ্খানী, চল্লিশা, শবে বরাতের হালুয়া, মহররমের অনুষ্ঠান ইত্যাদি ছেড়ে দাও, নিজেও করো না অন্যের ঘরে হলেও যোগদান করো না।' (তথ্য সূত্রঃ তাবলীগ জামাত, পৃঃ ৬২)। অথচ এ আমল গুলো জায়েয।

৫। একই কিতাবে (কাছদুস সাবিল) তিজা (কুলখানী), দশওয়া, বিশওয়া, চল্লিশা, ওরশ, বুজুর্গের উদ্দেশ্যে মানত, ফাতেহা শরীফ, গেয়ারবী শরীফ, মিলাদ শরীফ ইত্যাদি বরকতময় কাজকে তিনি নাজায়েয বলেছেন এবং এতে অংশ নিতে বারণ করেছেন। (তথ্য সূত্রঃ তাবলীগী জামাত, পৃঃ ৬৩)। অথচ এগুলো বরকতময় আমল।

৬। ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন ও আনন্দ প্রকাশ করাকে তিনি বৈধ/জায়েয মনে করতেন না।

(তথ্য সূত্রঃ তাবলীগী জামাত, পৃঃ ৬১)। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বুযুর্গগণ ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনকে শবে কৃদরের চাইতেও উত্তম মনে করেন।

মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব :-

১। তিনি ছিলেন তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ ইলিয়াস সাহেবের পীর। ইলিয়াস সাহেব তাকে জামানার কুতুব ও মোজাদ্দেদ ঘোষণা দেন। (মালফুজাত নং ১৪৭)

২। আল্লাহ্ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরআনে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ (রাহমাতুল্লিল আলামীন) প্রেরণ করেছেন বলে ঘোষণা দেন। অথচ গাঙ্গুহী সাহেব বলেন - "রাহমাতুল্লিল আলামীন" শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা নন। আরো অনেক নবী, অলী এবং আলেমগণ "রাহমাতুল্লিল আলামীন" হতে পারেন। (ফতোয়ায়ে রশীদ, পৃঃ ১০৪)

৩। গাঙ্গুহী সাহেবের মতে কোন সাহাবী (রাঃ)কে কাফের বললে ও সে এরূপ কবিরা গুনাহ্র জন্য সুন্নী জামাত তথা ইসলামের সঠিক দলের বহির্ভূত হবে না। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃঃ ১৩৪)

মন্তব্য - কেউ যদি কাউকে বিনা কুফুরীতে কাফের বলে, তা হলে সে নিজেই কাফের হয়ে যায়, এটাই আমাদের শরীয়তের বিধান।

৪। তার মতে ওরশ ও মিলাদ মাহফিলে শরীয়তের পরিপন্থী কোন কাজ না হলেও তা নিষিদ্ধ তথা হারাম। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃঃ ১১৫)

৫। ওরশের দিন আওলিয়া কেরামদের মাজার যিয়ারত করতে যাওয়া হারাম। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃঃ ৫৫৫)

৬। তার মতে প্রচলিত ফাতেহা (সূরা ফাতেহা শরীফ, চারকুল, কয়েকবার দরূদ শরীফ পড়ে মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতি সওয়াব পৌছান) পাঠ করা বিদআত (নিকৃষ্ট কাজ) এবং হিন্দুদের পূজার মত। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃঃ ১১৫)

৭। মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করা সর্বদাই না-জায়েয (কিয়াম করা হউক বা না করা হউক)। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃঃ ১৩০)

৮। কোন ওরশ বা মিলাদে শরীক হওয়া জায়েয নেই। মূলতঃ কোন ওরশ শরীফ ও মিলাদ পাঠ করাই বৈধ নয়। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃঃ ১৩৪)

৯। আশুরা তথা মহররম মাসে ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের আলোচনা করা যদিও বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা হয় এবং এ উপলক্ষে বিনামূল্যে শরবত, দুধ ইত্যাদি পান করানো - এ সব না-জায়েজ এবং রাফেজীদের সাথে সামঞ্জস্য থাকায় হারাম। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃঃ ১৩৯)

গাঙ্গুহী গংদের মতে মিলাদ, ওরশ, আশুরা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের তবাররক খাওয়া না-জায়েয/হারাম এবং উহা ভক্ষণ করলে অন্তরের নূর পর্যন্ত বেরিয়ে যায় (মাসিক রহমানী পয়গাম, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৯, পৃঃ ৩৭)। অথচ গাঙ্গুহী সাহেব হিন্দুদের পুজার প্রসাদ খাওয়াকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

১০। কারবালার শহীদগণের স্মরণে প্রকাশিত "মরসিয়াহ" (শোক গাঁথা) কারো কাছে থাকলে গাঙ্গুহী সাহেব তা জ্বালিয়ে ফেলতে কিংবা মাটিতে পুঁতে রাখার নির্দেশ দেন (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃঃ ৫৭৭)। অথচ তার অনুসারীগণ গাঙ্গুহী সাহেবের স্মরণে "মরসিয়ায়ে রশীদ আহমদ" নামক একটি শোক গাঁথা রচনা করে সর্বত্র বিতরণ করেছেন। তারা যে নবী-অলী বিদ্বেষী ইহা তার একটি জলন্ত প্রমাণ।

মন্তব্য - উক্ত মরসিয়ায় মৌঃ মাহমুদ হাসান সাহেব মৌঃ গাঙ্গুহী সাহেবকে "কেবলায়ে হাজত", অর্থ-অন্যের প্রয়োজন/উদ্দেশ্য পূরণকারী বলেছেন। অথচ দেওবন্দী ও তাবলীগীদের ফতোয়া হলো নবী অলীর নিকট হাজত পেশ বা পূরণের আবেদন করা শির্ক। উপরন্ত উক্ত মারসিয়ায় শেষাংশে মুরিদগণকে বান্দা বলা হয়েছে। অথচ তাদের নিকট "আব্দুন্নবী" বলা শির্ক। এহেন দ্বিমুখী নীতি কি মোনাফেকি নয়?

১১। গাঙ্গুহী সাহেবের মতে কাকের গোস্ত খেলে নাকি সওয়াব পাওয়া যাবে। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃ: ৫৯৭)

১২। দুই ঈদের দিন কোলাকুলি করা বেদআত। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃ: ৬২)। অথচ ইহা সাহাবীগণের সুন্নাত।

১৩। যখন নবী আলাইহিমুস সালামদের এলমে গায়েব নেই তখন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলা না-জায়েয (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃ: ৬২)। অথচ ইহা সাহাবীগণের সুন্নাত।

১৪। মিথ্যা বলা আল্লাহ্‌র ক্ষমতার অধীন, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃ: ৯৭)

১৫। হিন্দুদের হোলী দেওয়ালীর প্রসাদ খাওয়া জায়েয। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, ২য় খন্ড, পৃ:১৩২)

১৬। ভাঙ্গী চামারের ঘরের রুটি ইত্যাদির মধ্যে কোন দোষ নেই যদি পাক হয়। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, ২য় খন্ড, পৃ:১৩৪)

১৭। হিন্দুদের সুদী টাকার উপার্জিত অর্থে কূপ বা নল কূপের পানি পান করা জায়েয। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, ৩য় খন্ড, পৃ:১১৩-১১৪)

মন্তব্য - মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের উপরোক্ত অধিকাংশ মতবাদ/আক্বিদা আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বিদার পরিপন্থি।

মৌঃ খলীল আহমদ আম্বেঠবী সাহেব :-

১। খলীল সাহেব তার "বারাহিন-ই-ক্বাতিয়া" নামক গ্রন্থের ৩০নং পৃষ্ঠায় দেওবন্দ মাদ্রাসার ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে, তাদের কোন এক বুজুর্গ স্বপ্নে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, "যখন দেওবন্দ মাদ্রাসার আলেমদের সাথে আমার মোয়ামেলা হয়-তখন (তাদের সাথে কথা বলতে বলতে) আমার উর্দু ভাষা শিখা হয়ে যায়।" (নাউযুবিল্লাহ্‌)

মন্তব্য - অথচ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।" (মেশকাত শরীফ, পৃ: ৩৬) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হরিণ, উট, ছাগল, পাখি সহ অন্যান্য জীবজন্তুর, এমনকি গাছপালা, পাথর ইত্যাদির ভাষা জানতেন এবং বুঝতেন।

২। আম্বেঠবী সাহেব উক্ত কিতাবের ৫৫নং পৃষ্ঠায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞানকে কটাক্ষ করে বলেন- "শয়তান ও মালাকুল মওত এর ব্যাপক জ্ঞানের বিষয় দলিল দ্বারা সাব্যস্ত। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জ্ঞানের প্রশস্ততার কি কোন অকাট্য দলিল আছে? যা সমস্ত দলিলকে খন্ডন করে একটি শির্‌ক সাব্যস্ত করে?"

৩। মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন তেমনি যেমনি হিন্দুরা কানাইয়্যার জন্মদিন পালন করে। (বারাহীন-ই-ক্বাতিয়া, পৃ:১৪৮)

৪। আল্লাহ্‌র নবীর নিকট নিজের পরিনতি এবং দেওয়ালের পিছনের জ্ঞানও নেই। (বারাহীন-ই-ক্বাতিয়া, পৃ:৫১)

মন্তব্য - জঘন্যতম রাসূল বিদ্বেষী মতবাদ।

মৌঃ ইসমাঈল দেহলভী সাহেব :-

মৌঃ ইসমাঈল দেহলভী হলেন, "তাক্বভীয়াতুল ঈমান" গ্রন্থের লেখক। এ কিতাব মারাত্বক ঈমান বিধ্বংসকারী। অথচ এ কিতাব 'খুবই উত্তম' বলে, তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ ইলিয়াস সাহেবের পীর মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী অভিমত দিয়েছেন এবং এ কিতাব "নিজের কাছে রাখা, পড়া ও কিতাব অনুযায়ী আমল করা প্রকৃত ইসলাম" - এমন উপদেশ দিয়েছেন। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃ: ৭৮)। এখন দেখি "তাক্বভীয়াতুল ঈমান" গ্রন্থে তাদের প্রকৃত ইসলামের কিছু নমুনা।

১। উক্ত কিতাবের পৃ: ২৩ - "বিশ্বাস রাখো যে, প্রত্যেক ব্যক্তি চাই সে যত বড় মানুষই হোক বা যত নৈকট্যশীল

ফেরেশতাই হোক না কেন- আল্লাহ্‌র শানের মোকাবেলায় তাঁরা চামার থেকেও বেশী নিকৃষ্ট।" (নাউযুবিল্লাহ্)

মন্তব্য - ইহা নবী অলীদের শানে অত্যন্ত বেয়াদবীপূর্ণ ও অবমাননাকর উক্তি।

২। পৃষ্ঠা: ৫১ - যার নাম মুহাম্মদ অথবা আলী তাঁদের (শরীয়তে) কোন কথা বলার অধিকার নেই। (নাউযুবিল্লাহ্)

৩। পৃষ্ঠা: ৬৯ - রাসূলের চাওয়ায় কিছুই হয় না। (নাউযুবিল্লাহ্)

৪। পৃষ্ঠা: ৩৫ - "বান্দার সাথে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে, কবরে ও পরকালে কি ব্যবহার করবেন - তা কেহ জানে না, এমনকি কোন নবী অলীও জানেন না যে, তাঁর নিজের সাথে বা অপরের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে।" (নাউযুবিল্লাহ্)

৫। পৃষ্ঠা: ৭১ - সমস্ত মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। বড় বুযুর্গ বড় ভাই, সুতরাং তাঁকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করবে। আল্লাহ্‌র যত নৈকট্যশীল বান্দা - চাই সে নবী হোক বা অলী হোক - সবই আল্লাহ্‌র অক্ষম বান্দা ছিলেন এবং আমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে বড় করেছেন - তাই তাঁরা আমাদের বড় ভাই। (নাউযুবিল্লাহ্)

৬। পৃষ্ঠা: ১৬ - আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমকক্ষ কোটি কোটি পয়দা করতে পারেন।

৭। পৃষ্ঠা: ৬১ - নবীর মর্যাদা উম্মতের মধ্যে গ্রামের চৌধুরী ও জমিদারের মত। (নাউযুবিল্লাহ্)

৮। পৃষ্ঠা: ৭৫ - কোন বুযুর্গ ব্যক্তির শান বর্ণনা করার ব্যাপারে জবান সংযত করে কথা বলতে হবে। মানুষ হিসেবে তাদের প্রশংসা কর - বরং তার চেয়েও কম কর।

৯। পৃষ্ঠা: ১৯ - "কবর অথবা মাজার যিয়ারতের জন্য দূর থেকে সফর করে যাওয়া ..... প্রকাশ্য শির্ক।"

মন্তব্য - তাহলে বুঝা গেল যারা নবী অলীদের মাজার যিয়ারত করে তারা মুশরিক। (নাউযুবিল্লাহ্) অথচ মাজার যিয়ারত কুরআন-হাদীসের আলোকে জায়েয। মাযার অর্থই হলো-যিয়ারতের স্থান। কুরআনে আহসাবে কাহফদের গুহা/মাযারের পাশে যিয়ারতকারীদের জন্য মসজিদ নির্মাণের কথা রয়েছে। (সূরা-কাহ্‌ফ:২১)

১০। তার "সিরাতুল মুস্তাক্বিম" কিতাবের ১১৮নং পৃষ্ঠায় রয়েছে - "নামাজে পীর বা কোন মহিমান্বিত ব্যক্তি, এমনকি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি খেয়াল করা নিজের গরু-গাধার প্রতি খেয়াল করা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। (নাউযুবিল্লাহ্)"

১১। তার তাকবীয়াতুল ঈমান গ্রন্থের ৬১নং পৃষ্ঠায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সম্পৃক্ত করে লিখেছেন- "আমিও একদিন মরে মাটিতে মিশে যাব।" (নাউযুবিল্লাহ্) অথচ এমন হাদীসের কোনই অস্তিত্ব নেই।

১২। উক্ত ইসমাঈল দেহলভী "রেসালা-ই এক রোযাহ", ফার্সী গ্রন্থের ১৭নং পৃষ্ঠায় - "আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা বলতে পারেন" বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ্)

মন্তব্য - উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল মৌ: ইসমাঈল দেহলভী সাহেব কি পরিমাণ নবী অলী বিদ্বেষী ছিলেন।

মৌ: কাসেম নানুতবী সাহেব :-

মৌ: কাসেম নানুতবী ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাবলীগ জামাতের অনুসারীদের একজন উল্লেখযোগ্য মুরুব্বী। আসুন এবার দেখি তার আক্বিদার নমুনা।

১। তার রচিত "তাহজিরুল নাছ" কিতাবের পৃষ্ঠা নং-৭ - "নবীগণ স্বীয় উম্মত হতে যদি উত্তম হন, তা হলে আমাদের জ্ঞানের দিক দিয়েই উত্তম হয়ে থাকেন। আমলের দিক দিয়ে উম্মতগণ অনেক সময় নবীদের সমান, বরং নবীদের থেকেও বড় হয়ে যায়।" (নাউযুবিল্লাহ্)

২। একই কিতাবের পৃষ্ঠা নং ৪ ও ৫ - "খাতামুন্নবী" অর্থ শেষ নবী বলা-এটা মূর্খদের ধারনা। (নাউযুবিল্লাহ্)

৩। একই কিতাবের পৃষ্ঠা নং ৩৪ - "যদিও এ কথা ধরে নেয়া হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামানার পরে কোন (নতুন) নবী পয়দা হন তা হলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন্নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন ত্রুটি হবে না।" (নাউযুবিল্লাহ্)

তাবলীগ জামাতের মুরুব্বিদের আরো কিছু ভ্রান্ত আক্বিদা :-

১। গাঙ্গুহী সাহেবের অন্যতম শিষ্য মৌঃ হোসাইন আলী দেওবন্দী স্বীয় গ্রন্থ "বুলগাতুল হায়রান", ১৫৬নং পৃষ্ঠায় বলেছেন-'আর মানুষ খোদ মুখতার; ভাল করুক কিংবা নাই করুক এর পূর্বে আল্লাহ্র এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানও নেই যে, তারা কি করবে; বরং তারা (কাজ) করার পরে আল্লাহ্ জানতে পারবেন।' অর্থ-মানুষ কার্য সম্পাদনের পূর্বে আল্লাহ্ কিছুই জানেন না। (নাউযুবিল্লাহ্)

২। বুলগাতুল হাযরান কিতাবের ৮নং পৃষ্ঠায় -উক্ত মৌঃ হোসাইন আলী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পুলসিরাত হতে পতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ্)

৩। তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীদের অন্যতম মুরুব্বি ও গাঙ্গুহী সাহেবের ভক্ত মৌঃ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, তার রচিত "আল জাহদুল মুক্বিল"- এর ১ম খন্ড, ৮৩নং পৃষ্ঠায় বলেন - "মন্দ কার্যাদি সম্পাদনে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সক্ষম।" (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি উক্ত কিতাবের ৪১নং পৃষ্ঠায় বলেন, 'অন্যান্য মন্দ কাজের ন্যায় মিথ্যা বলাও আল্লাহ্র পক্ষে সম্ভব'। (নাউযুবিল্লাহ্)

৪। ইসলামী শরিয়তে মক্কায় এক রাকাত নামাজে এক লক্ষ

আকসায় পঁচিশ হাজার রাকাতের সওয়াবের কথা রয়েছে। অথচ তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীদের মতে টঙ্গী ইজতেমার মাঠে এক রাকাতে ঊনপঞ্চাশ কোটি রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়। (দাওয়াতে তাবলীগ, পৃষ্ঠা-৮০, কৃত মৌঃ আশরাফ আলী তালেবী)। উল্লেখ্য, তাবলীগ জামাতের অনুসারীদের মধ্যে এমন "বহুত ফায়দা" ও বেশী বেশী নেকীর অনেক মিথ্যা আশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।

মন্তব্য - মহান রাব্বুল আলামীন সুরা বনি ইসরাঈলের ৭১নং আয়াতে এরশাদ করেন-"স্মরণ কর, সে দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ আহবান করব।" আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান- "যে যাকে ভালবাসে হাশর নশর তার সাথেই হবে।" (বুখারী-৫৭০২, মুসলিম-৪৭৭৯) তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ফরমান- "তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তুমি জান্নাতে থাকবে।" (বুখারী-৪৭৭৫, মুসলিম-৬ষ্ঠ খন্ড, নং-৬৪৭২) এখন ভেবে দেখুন আপনি কাকে ভালবাসেন ও অনুসরণ করেন এবং কার সাথে আপনি হাশরে ও জান্নাতে থাকতে চান।

প্রসঙ্গক্রমে সম্মানিত পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে একটি তথ্য উপস্থাপন করছি। ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (র:) ১৩২০ হিজরীতে আরবীতে "আল-মু'তামাদুল মুস্তানাদ" নামক একখানা পুস্তক রচনা করেন, যা হিন্দুস্থানের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও উপরোল্লিখিত দেওবন্দী আলেমগণের উর্দুতে রচিত বিভিন্ন কিতাব সমূহে তাদের বর্ণিত জঘন্য আপত্তিকর মতবাদ/আক্বিদার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তা আরবীতে অনুবাদপূর্বক মক্কা মোয়াজ্জমা ও মদিনা মোনাওয়ারার ৩৩জন মুফতির খেদমতে পেশ করে তাঁদের মতামত চান। হারামাঈন শরীফাঈনের ঐ ৩৩জন মুফতি এবারতসমূহ পর্যালোচনা করে ঐগুলোর লেখকগণকে সরাসরি কাফের ঘোষণা করেন। উক্ত ফতোয়ার নাম হয় "হুসামুল

হেরমাঈন" বা মক্কা-মদিনার তীক্ষ্ণ তরবারী, যা ১৩২৪ হিজরীতে প্রকাশিত হয় (এটার বাংলা অনুবাদকৃত কপি আমার কাছে মজুদ আছে)। (মাসিক সুন্নীবার্তা, নং-১৮৮)। যদিও উলামায়ে হারামাঈন কর্তৃক (দেওবন্দী মুরুব্বীদের আক্বিদা সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত ২৬টি প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীণ দেওবন্দের শিষ্য উলামায়ে কেরামের অনুরোধক্রমে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী "আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ" কিতাবের মাধ্যমে তাদের সাফাই পেশ করেন (১৩২৫ হিজরীতে), এছাড়া জানামতে অদ্যাবধি তারা কিংবা তাদের অনুসারীগণ তাদের পোষণকৃত ভ্রান্ত/কুফুরী আক্বিদা গুলো প্রত্যাখান কিম্বা ভূল স্বীকার করেননি। উল্লেখ্য, এ ফতোয়া প্রদানের আগে তাদের ভ্রান্ত আক্বিদার বিষয়ে প্রত্যেককে আলা হযরত চিঠি লিখেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও তাদের নিকট হতে কোনরূপ জবাব বা অনুশোচনার মনোভাব প্রকাশ না হওয়ায় এ ফতোয়া জারী করা হয়।

যদিও উক্ত ফতোয়ার বিষয়ে তাবলীগ জামাতের অনুসারীগণ ও দেওবন্দী আলেমগণ ঐ হাদীসের আশ্রয় নেন, যাতে বলা আছে- কেউ কাউকে বিনা কুফুরীতে কাফের বললে, তার পরিণতি নিজের দিকেই ফিরে আসবে। কিন্তু এখানে যে কারনে তাদেরে কাফের ফতোয়া দেয়া হয়েছে, তার যথার্থতা পাঠককুল নিজেরাই ভেবে দেখতে পারেন।

এক নজরে তাবলীগ জামাতসহ বাতিল পন্থীদের মতবাদ

বর্তমান জামানার বাতিলপন্থদের মধ্যে তাবলীগ জামাতও একটি। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তাদের আক্বিদা/মতবাদ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ-

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরিমাণ ইলমে গায়েব জানেন, সে পরিমাণ ইলমে গায়েব সমস্ত শিশু, পাগল, জীব-জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুও (ভেড়া, বকরি, গরু, ছাগল প্রভৃতি) জানে। (নাউযুবিল্লাহ্)

২। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একাই রাহমাতুল্লিল আলামিন নন। আরো অনেকে রাহমাতুল্লিল আলামিন হতে পারেন।

৩। কোন সাহাবী (রাঃ)কে কেউ কাফের বললে সে ইসলামের সঠিক দলেই অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৪। ওরশ ও মিলাদ মাহফিলে শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজ না হলেও উহা নিষিদ্ধ ও হারাম।

৫। ক্বিয়াম করা ব্যতিত শুধু মিলাদ শরীফ পড়াও না-জায়েজ।

৬। প্রচলিত ফাতেহা শরীফ পাঠ করা বিদআত ও হিন্দুদের পূজার মত।

৭। দূর থেকে কোন মাজার শরীফ যিয়ারতে যাওয়া এমনকি ওরশ শরীফের দিন কোন অলীর মাজার যিয়ারত করতে যাওয়া হারাম।

৮। মহররম মাসে হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাতের আলোচনা-মাহফিল করা এবং এ উপলক্ষে শরবত, দুধ ও নেওয়াজ ইত্যাদি বিতরণ করা সব হারাম ও না-জায়েয।

৯। মিলাদ শরীফের নেওয়াজ, তবাররুক ইত্যাদি ভক্ষণ করা হারাম। উহা ভক্ষণ করলে অন্তরের নূর পর্যন্ত বের হয়ে যায়।

১০। হিন্দুদের হোলী, দেওয়ালী ইত্যাদি পূজা উৎসবের প্রসাদ খাওয়া বৈধ।

১১। কারবালার শহীদগণের স্মরণে প্রকাশিত মার্সিয়া (শোক গাঁথা) আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া বা মাটিতে পুঁতে রাখা আবশ্যক।

১২। দুই ঈদের দিন কোলাকুলি করা বিদআত বা নিকৃষ্ট কাজ।

১৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইলমে গায়েব নেই। তাই "ইয়া রাসুলাল্লাহ" বলাও না-জায়েয।

১৪। আল্লাহ্ তাআলা মিথ্যা কথা বলাসহ অন্যান্য মন্দ বা খারাপ কাজ সম্পাদন করতেও সক্ষম। (নাউযুবিল্লাহ্)

১৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেওবন্দী আলেমদের সংস্পর্শে এসে উর্দু শিখেছেন।

১৬। শয়তান ও মালাকুল মউত বা আযরাইল (আঃ)এর ব্যাপক জ্ঞানের বিষয় দলীল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন ব্যাপক জ্ঞানের ব্যাপারে কোন দলীল প্রামাণ নেই।

১৭। যত বড় নবী, অলী বা ফেরেশতা হোক না কেন আল্লাহ্‌র নিকট তারা চামার থেকেও নিকৃষ্ট।

১৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরীয়তের ব্যাপারে কথা বলার কোন অধিকার নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাওয়ায় কিছু হয় না।

১৯। বান্দার সাথে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে, কবরে ও পরকালে কি ব্যবহার করবেন তা কেউ জানে না। এমনকি কোন নবী বা অলীও তাঁদের নিজেদের সাথে বা অপরের সাথে কি ব্যবহার করা হবে তা জানেন না।

২০। নামাজের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেয়াল করা নিজের গরু-গাধার প্রতি খেয়াল করা হতেও অনেক নিকৃষ্টতর।

২১। আমলের দিক দিয়ে উম্মতগণ অনেকসময় নবীদের সমান, এমনকি নবীদের থেকেও বড় হয়ে যায়।

২২। খাতামুন্নবী অর্থ 'শেষ নবী' বলা মূর্খদের ধারণা।

২৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে যদি কোন নতুন নবী পয়দা হয় তাহালেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন্নবী হওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি হবে না।

২৪। আল্লাহ্ তাআলা কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ঐ বিষয়ে অবগত নন।

২৫। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমিও একদিন মৃত্যুবরণ করে মাটির সাথে মিশে যাব। (নাউযুবিল্লাহ্)

২৬। মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নজদী খুব ভাল লোক ছিলেন, হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন, বিভিন্ন বিদআতী ও শিরক

কাজ বন্ধ করতেন। লোকেরা তাকে ওহাবী বলে, তার আক্বিদা খুব ভাল ছিল। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া)

২৭। যারা তাবলীগ জামাত করে এবং তাবলীগ জামাতীদের সাহায্য করে একমাত্র তারাই মুসলমান। এছাড়া কোন মুসলমান নেই।

২৮। ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা বৈধ নয়। তার বৈধতার পক্ষে কুরআন-হাদীসের কোথাও দলিল নেই।

২৯। বর্তমান তাবলীগী অনুসারীরা কোন পীরের হাতে বয়াত হয় না। পীরের হাতে বয়াত হওয়াকে বেদআতী কাজ মনে করে।

৩০। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইলমে গায়েব ছিল বিশ্বাস করা স্পষ্ট শিরক।

৩১। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হাজির নাজির বিশ্বাস করা শিরক।

৩২। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির তৈরি মানুষ ছিলেন, নূরের তৈরি নয়।

৩৩। শরীয়তের দৃষ্টিতে যা বিদআত বলে প্রামণিত তার কোন প্রকার নেই। সকল বিদআতই না জায়েয ও গোমরাহী। কেউ কেউ নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেক না-জায়েয কাজকে জায়েযের ভূষণ পরিধানের জন্য বিদআতকে হাসানা ও সায়্যেআ বলে বিভক্ত করার অপচেষ্টা করে থাকে। (বিভ্রান্তির অবসান, পৃঃ ১১০)

৩৪। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআত কবিরা গুনাহ। বিদআতী ব্যক্তি কবিরা গুনাহকারীদের অন্তর্ভূক্ত। (প্রাগুক্তঃ ১০৯)

মন্তব্য - অথচ ইসলামী সঠিক আক্বিদা হল - সকল বিদআতই হারাম বা না-জায়েয নয়। বিদআত প্রথমত দুই প্রকার। বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত ও বিদআতে সাইয়্যেআ বা নিকৃষ্ট বিদআত। বিদআতে হাসানা আবার তিন প্রকার। ওয়াজিব বিদআত, মুস্তাহাব বিদআত ও মুবাহ

বিদআত। বিদাআতে সায়্যেআ আবার দুই প্রকার। হারাম বিদআত ও মাকরূহ বিদআত। অতএব বিদআত সর্বমোট পাঁচ প্রকার। এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে একমাত্র হারাম বিদআতই হল নাজায়েয বা কবিরা গুনাহ। (মিরকাত ১ম খন্ড, পৃ: ২১৬, আঈনী শরহে বুখারী, আশীয়াতুল লোমাত শরহে মেশকাত, ফতুয়ায়ে শামী ২য় খন্ড, পৃ: ২৯৯)

৩৫। নিম্নে বর্ণিত আমলগুলো তাদের দৃষ্টিতে বিদআত বা হারাম তথা কবিরা গুনাহ।

(ক) ওরশ করা।
(খ) জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী করা।
(গ) মৃতের কুলখানী করা।
(ঘ) মৃতের চেহলাম বা চল্লিশা করা।
(ঙ) কবরের উপর চাদর বা ফুল দেয়া।
(চ) কবরের উপর গম্বুজ বানানো।
(ছ) জানাযার নামাজে হাত তুলে দোয়া করা।
(জ) জানাযার নামাজের পর জোর আওয়াজে কালিমা পড়তে পড়তে জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়া।
(ঝ) ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে মুসাফাহ মুয়ানাকা বা কোলাকুলি করা।
(ঞ) আযানের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা।
(ট) আযান ইক্বামতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুমু দিয়ে চোখে লাগানো।
(ঠ) প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান।
(ড) মিলাদ অনুষ্ঠানে ক্বিয়াম করা।

(নারায়ণগঞ্জের দেওবন্দী অনুসারী আলেমদের সংগঠন, নারায়নগঞ্জ উলামা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ "বিভ্রান্তির অবসান", পৃ: ১১০)

উপরোক্ত মতবাদ সমূহের সব ক'টি তাবলীগ জামাতের জন্য প্রযোজ্য না হলেও, অনেক গুলির সাথে তাদের বিশ্বাস ও

কার্যকলাপের হুবহু মিল রয়েছে। অথচ এ সকল মতবাদ হলো কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত আমল-আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীও তাদের আমল-আক্বিদা দেওবন্দীদের (কওমী-হেফাজতী) মুরুব্বী ও তাদের আমল-আক্বিদা প্রায় এক ও অভিন্ন। দেওবন্দীদের এসব আমল আক্বিদাকেই তাবলীগ জামাত তাদের ০৬ উসূলের মাধ্যমে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৎপর। তাই এগুলো মুল্যায়ণ পূর্বক আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা ও সঠিক পথ বেছে নেয়া উচিত।

বাতিল আক্বিদার অনুসারীদের মতবাদ ও লক্ষণ সমূহ সম্পর্কে নবীজির ভবিষ্যদ্বাণী

১। এরা হবে স্বল্পবয়স্ক ছেলেপিলে।
২। বিবেক বুদ্ধি ও মস্তিস্কের দিক থেকে এরা হবে নেহায়েতই অপরিপক্ক (Brain Washed)। (বুখারী ও মুসলিম)
৩। (এদের বাহ্যিক দ্বীনি আমলগুলি অতিরঞ্জিত হবে) এরা দাঁড়ি ঘন করে রাখবে। (বুখারী ও মুসলিম)
৪। এরা লুঙ্গি পরবে অনেক উপরে। (বুখারী ও মুসলিম)
৫। এসব খারেজী (হেরেমদ্বয়ের) পূর্ব দিক থেকে বের হবে। (বুখারী)
৬। এরা সর্বদা বের হতেই থাকবে। এমনকি এদের সর্বশেষ দল দাজ্জালের সাথেই বের হবে। (নাসাঈ শরীফ)
৭। ঈমান এদের গলদেশের নিচে পৌছবে না। (বুখারী ও মুসলিম) (অর্থাৎ এদের ঈমান হবে লোক দেখানো। কিন্তু প্রকৃত ঈমানী বৈশিষ্ট তাদের মনোভাব ও কর্মকান্ডতে প্রতিফলিত হবে না।)
৮। এরা এবাদত-বন্দেগীতে ও দ্বীন পালনে অতিশয় চরমপন্থী ও সীমাতিরিক্ত হয়ে থাকবে। (আব্দুর রায্যাক: আল মুসান্নাফ)
৯। "তোমাদের যে কেউ তাদের নামাজের সামনে নিজেদের নামাজকে তুচ্ছ মনে করবে। আর তাদের রোজার সামনে নিজেদের রোযাগুলোকে হীন জ্ঞান করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

১০। তাদের নামাজ তাদের গলদেশের নিচে পৌছবে না। (মুসলিম)

১১। এরা কুরআন মজীদ এমনভাবে তেলাওয়াত করবে যে, তাদের তেলাওয়াতের সামনে তোমাদের তেয়াওয়াত কিছুই নয় মনে হবে। (মুসলিম)

১২। তাদের কুরআন তেলাওয়াত তাদের গলদেশের নিচে পৌছবে না। (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ তাদের অন্তরে কুরআনের কোন সৌন্দর্য ও প্রভাব পড়বে না।

১৩। তারা এই বুঝে কুরআন পড়বে যে, সম্পূর্ন কুরআন তাদেরই পক্ষে; অথচ বাস্তবে কুরআন তাদের বিপরীতে হুজ্জত হয়ে থাকবে। (মুসলিম)

১৪। তারা (বল পূর্বক) লোকজনকে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি আহবান করবে; অথচ কুরআনের সাথে তাদের বাস্তবিক কোন সম্পর্কই থাকবে না। (আবু দাউদ)

১৫। তারা (বাহ্যত) খুবই ভাল ভাল কথাবার্তা বলবে। (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ ইসলামী শ্লোগান দিবে ও ইসলাম প্রচার-প্রসারের দাবী করবে।

১৬। তাদের শ্লোগানগুলো এবং বাহ্যিক কথাবার্তা অপরাপর লোকজন থেকে উত্তম হবে এবং তা মানুষের মনে দাগ কাটবে। (তাবরানী)

১৭। কিন্তু এরা হবে অসৎকর্মপরায়ন, বড়ই জুলুমবাজ, রক্ত পিপাসু ও অসাধু প্রকৃতির লোক। (আবু দাউদ)

১৮। এরা সুন্দর ও ভাল কথা বলবে এবং খারাপ কাজ করবে। (তাবরানী)

১৯। তারা হবে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মাঝে সর্ব নিকৃষ্ট লোক। (মুসলিম)

২০। তারা বিদ্যমান সরকার ও প্রশাসকদের বিরূদ্ধে অতিশয় গালমন্দ করবে। আর তাদের (সরকারের) বিরূদ্ধে দিবে গোমরাহীর ফতোয়া। (ইবনে আবী আসেমঃ আস সুন্নাহ)

২১। তারা তখনই জনসমক্ষে প্রতিভাত হবে, যখন লোকজনের মাঝে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২২। তারা কতল করবে মুসলমানদেরকে; আর রেহাই দেবে মুর্তি পূজারীদেরকে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৩। তারা অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটাবে। (মুসলিম) অর্থাৎ এরা নিরপরাধ মুসলিম ও অমুসলিমকে নির্বিচারে হত্যা করা বৈধ মনে করবে।

২৪। তারা হবে ডাকাত ও ছিনতাইকারী। অন্যায়ভাবে রক্তপাত করবে এবং সংখ্যালঘু অমুসলিমদের হত্যা করা বৈধ জ্ঞান করবে। [হাকেমঃ আল মুসতাদরাক; রাবী-হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)]

২৫। তারা ঈমান আনবে কুরআনের মুহকাম (স্পষ্টভাবে অর্থবোধক) আয়াত সমূহে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে মুতাশাবিহ (অস্পস্ট) আয়াত সমূহের কারনে। (তাবারী) (ইহা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বাণী)

২৬। তারা মুখে সত্যের বাণী উচ্চারন করবে। কিন্তু তা তাদের গলদেশের নিচে পৌছবে না। (মুসলিম) (হযরত আলী (রাঃ) এর বাণী)

২৭। কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাযিল হওয়া আয়াতগুলোকে তারা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেবে। (বুখারী)

অনুরূপভাবে তারা অপরাপর মুসলমানদেরকে গোমরাহ, কাফের, মুশরিক ঘোষনা দেবে। যাতে করে তারা এদেরকে অবৈধভাবে হত্যা করতে পারে। (হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এর বাণী)

২৮। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বহিস্কৃত হবে, যেমন ধনুকের তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

২৯। তাদের যারা হত্যা করবে তাদের মিলবে মহান প্রতিদান। (মুসলিম)

৩০। সে ব্যক্তি সর্বোত্তম মৃত (শহীদ) হবে, যাকে তারা কতল করবে। (তিরমিযী)

৩১। তারা হবে আসমানের নিচে যে-কোন মৃতের মাঝে সর্ব নিকৃষ্ট। (তিরমিযী) অর্থাৎ সেই সব খারেজী সন্ত্রাসী যারা মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হবে তারা হবে সর্ব নিকৃষ্ট মৃত।

৩২। এ সব (সন্ত্রাসী-খারেজী) লোক হবে জাহান্নামের কুকুর। (তিরমিযী)

৩৩। কবীরা গুনাহে অপরাধী ব্যক্তিদেরকে এরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করবে। আর তাদের জান-মাল বৈধ ঘোষনা করবে।

৩৪। জালিম ও ফাসিক সরকারের বিরূদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও অসহযোগিতা ফরজ বলে ঘোষনা করবে। (ইবনে তাইমিয়াঃ মাজমূয়ে ফতোয়া, ১৩/৩১)

৩৫। খারেজী সন্ত্রাসীরা কোন বিশেষ অঞ্চলকে অবরোধ করে নিজেদের সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বানিয়ে নিবে। যেমন তারা হযরত

আলী (রাঃ) এর খেলাফতকালে হারূরিয়াকে তাদের কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছিল।

৩৬। এরা সত্য পন্থীদের সাথে সাধারনত কোনরূপ গঠনমূলক আলোচনায় বসতে রাজি হবে না।

মন্তব্য- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান যুগের বাতিলপন্থী ফিরকা সমূহের মুরুব্বী ও তাদের অনুসারীদের বেলায় প্রজোয্য। সরল প্রাণ মুসলমানদের জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা এবং সর্তকতা অবলম্বনের দাবী রাখে।

(উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ ডঃ তাহের আল কাদরী কর্তৃক সূত্র সহ রচিত 'সন্ত্রাস ও খারেজী ফেতনা' নামক কিতাব হতে সংকলিত-পৃ:৩৭০ হতে ৩৭৬।)

উভয় পক্ষের কিছু মুরুব্বিদের নামীয় তালিকা ও মতামত

ইসলামী সঠিক তাবলীগের কিছু মুরুব্বীদের নামীয় তালিকা নিম্নরূপ:-

(১) হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ), (২) হযরত হাসান বসরী (রঃ), (৩) হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ), (৪) ইমাম আবু হানিফা (রঃ)সহ চার মাযহাবের চার ইমামগণ (৫) ইমাম বুখারী (রঃ)সহ সিহা সিত্তার ছয় ইমাম (৬) হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), (৭) হযরত মঈন উদ্দিন চিশ্‌তি (রঃ), (৮) হযরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ (রঃ), (৯) হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ), (১০) হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ), (১১) হযরত জোনায়েদ বাগদাদী, জন্নুন মিসরী, নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, শেখ ফরিদ, দাতা গঞ্জ বক্‌শ, শাহ জালাল, শাহ পরান, খান জাহান আলী, শাহ মকদুম, বু আলী কলন্দর, শাহ সুলতান কমরউদ্দিন, শাহ আলী বাগদাদী, হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী, শাহ ফাতেহ আলী, খাজা ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী, মাওলানা মোঃ মকিম উদ্দিন আহমদ প্যারাডাইসপুরী, কাজী আয়ায, জালাল উদ্দিন

সূয়ূতী, ইবনে হাজর আসকালানী, আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী, জালাল উদ্দিন রুমী, ইমাম গাজ্জালী (রঃ) সহ অসংখ্য হক্কানী পীর-মাশাঈখ, মোহাদ্দেস, মোফাস্‌সের ও বুজুর্গানে দ্বীন গণ।

ইলিয়াসী তাবলীগসহ বাতিলপন্থীদের কিছু মুরুব্বিদের নামীয় তালিকা নিম্নরূপঃ-

(১) ইবনে তাইমিয়া, (২) আবদুল ওহাব নজদী, (৩) আবুল আলা মওদুদী, (৪) নাসির উদ্দিন আলবাণী, (৫) মৌঃ ইলিয়াস মেওয়াতী, (৬) মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, (৭) মৌঃ কাসেম নানুতবী, (৮) মৌঃ আশরাফ আলী থানভী, (৯) মৌঃ খলীল আহমদ আম্বেঠবী, (১০) ডঃ জাকির নায়েক গং।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'আমার উম্মতের একটি দল কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে' (মেশকাত-পৃ:৪৬৩ ও ৫৮৩)। অন্য হাদীসে আছে, আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে এবং বাকীরা জাহন্নামে। (বুখারী-৬৬৭৩, মুসলিম-১৮৪৭, মেশকাত-পৃ:৩০, তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ:৮৮/৮৯)। কথিত আছে যে, শেষ জামানায় কিছু লোক দ্বীনের কাজ করবে, অথচ তারা নিজেরাই জাহান্নামের দরজায় দাড়িয়ে। তারা নিজেরাও জাহান্নামে যাবে এবং অনুসারীদেরও জাহান্নামে পাঠাবে। তারা আমাদের মতই টুপি দাড়ি লেবাসধারী হবে এবং কুরআন হাদীসের কথা বলবে। তাই তাদেরে চেনা মুশকিল হবে। এখন ইসলামী তাবলীগের এবং ইলিয়াসী তাবলীগের মুরুব্বিদের নামীয় তালিকা দু'টি বিশ্লেষণ করে দেখুন, কোন দল হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, আর কোন দলের অনুসারীদের জান্নাতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আপনার বিশ্লেষণের ফলাফলের উপর নির্ভর করে আপনিই আপনার ফিরকা (দল) নির্বাচন করতে পারেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে মুক্ত চিন্তার অধিকার দিয়েছেন। সঠিক পথ ও নেতা নির্বাচন আমাদেরকে জান্নাতে নিবে, আর ভুল করলে জাহান্নাম।

সিদ্ধান্তের অধিকার শুধুই আমাদের এবং এর পরিণতিও আমাদেরই ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক মুরুব্বি/নেতা/ইমাম নির্বাচনে সহায় হউন এবং বাতিলের হাত থেকে আমাদের নিজেকে এবং আপন পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর হুকুম (সূরা-তাহরীম:আয়াত-৬) বাস্তবায়ন/ প্রতিপালনের তৌফিক দিন। আমিন।।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

তথ্য প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহ:

১। তাবলীগ জামাতের গোঁমর ফাঁস-মুফতী সাইফুল ইসলাম জালালী।
২। ইসলামী ভ্রান্ত দলসমূহের পরিচয় ও সঠিক আক্বিদার প্রমাণ -মুফতী মুহাম্মদ আলী আকবর।
৩। প্রচলিত তাবলীগ জামাতের স্বরূপ উম্মোচন -মুফতী মুহাম্মদ আলী আকবর।
৪। ইসলামের মূল ধারা ও বাতিল ফিরকা -মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন আশরাফী।
৫। সন্ত্রাস ও খারেজী ফেতনা -ডঃ তাহের আল-কাদেরী।
৬। হক্ব বাতিলের পরিচয় -মাওলানা ইকবাল হোসাইন আল-কাদেরী।
৭। তাবলীগে রাসূল বনাম তাবলীগে ইলিয়াসী -অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী।
৮। হক্ব বাতিলের পরিচয় -মাওলানা ইকবাল হোসাইন আল-কাদেরী।
৯। ওহাবীদের আসল পরিচয় -সাজ্জাদ হোসেন রনী (একজন প্রাক্তণ তাবলীগী)
১০। তাবলীগ জামাত ও বিশ্ব ইজতিমা আসলে কি? -মাওলানা আবু মাক্নূন ইসলামাবাদী।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- হক্ব-বাতিলের পরিচয় ও ঈমান রক্ষা
- কুরআন-হাদীসের আলোকে তরীকার প্রয়োজনীয়তা
- শা'নে মুস্তফা [ﷺ] ও সুন্নী আক্বীদা
- ইসলামী তাবলীগ ও বর্তমান তাবলীগ

প্রাপ্তিস্থান

১. **দরবারে মকিমীয়া মোজাদ্দেদীয়া**
টানপাড়া, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
মোবাইল: ০১৯১৩-০২২২৮৯, ০১৭১১-১৪০৪৯৭।

২. **৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট**
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৬১৩-১৬০১১১।

৩. **৪২, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট**
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। টেলিফোন: ৬১৮৮৭৮।

৪. **রশীদ বুক হাউস**
প্যারিদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭৭৮-৮৫২১৯০।

৫. **মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা**
বায়তুল মোকার্‌রম, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল: ০১৭৭২-৩১৫৪৩৯।

৬. **শাহ্‌জাহানপুর রেলওয়ে জামে মসজিদ**
উত্তর শাহ্‌জাহানপুর, রেলওয়ে কলোনী, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭১৬-৫৭৫১৬০

৭. **নোমানীয়া লাইব্রেরী**
হাজী কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
মোবাইল: ০১৭১২-১১৭১১৫